Department of Political Science

Dumkal College

For Semester I Honours Students

GE Reading Gandi

GE I & III

Synopses:

1. হিন্দ স্বারাজের যুক্তি ও কাঠামো।
2. হিন্দ স্বারাজের পরিপ্রেক্ষিতঃ
   a) আধুনিক সভ্যতা,
   b) দক্ষিন আফ্রিকার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা।
3. গান্ধী কি নৈরাজ্যবাদী ছিলেন?
4. চিকিৎসক ও হাস্পাতাল সম্পর্কে গান্ধির ধারণা।

হিন্দ স্বরাজের অন্তর্নিহিত যুক্তি, কাঠামো ও এটাই সাহিত্যের বর্গ হিসাবে হিন্দ স্বরাজ:
(The Literary Genre, The structure, and the argument of Hind Swaraj)

(1) সাহিত্যের বর্গ বা শ্রেণী হিসাবে হিন্দ স্বরাজ:

'হিন্দ স্বরাজ' সাহিত্যের বর্গ হিসাবে 'কথোপকথন' (Dialogue) বা 'প্রশ্নোত্তরমূলক' ধরনের অন্তর্গত, এখানে মূলত একজন 'সংবাদপত্র সম্পাদক' ও একজন 'পাঠক'-এর কথোপকথন, অনেকেই মনে করেন, গান্ধী একজন সম্পাদক সংবাদপত্রের যা রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন - এবং তিনি এক জন আধুনিক, শিক্ষিত, যুক্তিবাদী যুবকের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। 'পাঠক' একজন যুবক, বিপ্লবী ভারতীয় মানুষের প্রতিনিধি, এবং তিনিও আধুনিক, শিক্ষিত ও ক্ষুব্ধচিত্ত, এই বইয়ের প্রথমেই এই সাহিত্যের বর্গকে শুধু প্রকরণের কৌশল হিসাবে গান্ধী ব্যবহার করেন নি, এটি সচেতন পাঠকদের, এবং তাঁর বিশ্বাসগুলিকে এই আত্মানুসন্ধানী পদ্ধতির মাধ্যমে সহজে অনুধাবন করা যায়। 'Dialogue' হিসাবে 'হিন্দ স্বরাজ' সমাজ-রাজনীতিতে কোনো আদর্শের কোনো 'রূপরেখা' (Blueprint) উপস্থাপিত করে না; বরং, সম্পাদক ও পাঠকের কথোপকথন ও যুক্তিবিন্যাস উন্মুক্ত (open-ended), অর্থাৎ, এই আলোচনা 'শেষ' হয়ে যায় না, এ ক্ষেত্রে, 'Text' হিসাবে হিন্দ স্বরাজের 'Reading' বস্তুতঃ, বিতর্ক - যে কোনো ব্যক্তি নিজ-নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আবার এর সম্পর্কে নতুন প্রশ্ন করতে পারেন, আবার নতুন করে এই বিষয়ে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে, এই ধরনের উন্মুক্ত প্রশ্ন সত্যাগ্রহীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা গান্ধীর প্রতিফলিত হয়েছে। Plato-র 'The Republic' গ্রন্থে - যেখানে মূলত Socrates Plato-র মুখপাত্র হিসাবে উপস্থিত থেকে অন্যান্য চরিত্রদের সঙ্গে 'ন্যায় কী?' তা নিয়ে প্রসঙ্গে বিতর্ক হয়েছে - হিন্দ স্বরাজও এই অর্থে আধুনিক ভারতের জাতীয় জাগরণের 'The Republic' গ্রন্থ; এবং গান্ধী আধুনিককালের Plato।

DUMKAL COLLEGE * MURSHIDABAD * ESTD 1999

DUMKAL COLLEGE, MURSHIDABAD, ESTD

ভূমিকা এবং পদ্ধতি:-

নির্মলকুমার বসু তাঁর গ্রন্থ 'মহাত্মা গান্ধি'-র দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করেছেন যে, 'হিন্দ স্বরাজ' (Indian Home Rule) হল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির (1869-1948=79) 'জীবনের মূলমন্ত্র'। এটি হল তাঁর প্রথম গ্রন্থ যেটি তিনি নিজে 'গুজরাটি' (১৯০৯) থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন। Text হিসাবে এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কেননা, প্রথমত, ইংরাজী Text-এর মধ্যে দিয়ে তিনি সমগ্র বিশ্বের কাছে তাঁর 'mighty message of ahimsa' পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। এবং দ্বিতীয়ত, Anthony J. Parel-এর কথায়, দ্বিতীয়ত, 'it was to this text that he returned throughout his career as if to the source of inspiration'। সুতরাং, 'হিন্দ স্বরাজ' হল গান্ধীর চিন্তার মৌলিক উৎস, তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের আধার, গান্ধীর রাজনৈতিক প্রত্যয়ের 'ইস্তাহার'। এমনকি বইটি লেখা হয়েছিল ইংল্যান্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরার পথে, জাহাজে, ১৩ থেকে ২২ নভেম্বর, ১৯০৯, মাত্র দশ দিনে। ডান হাত ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি পাণ্ডুলিপি লিখতে থাকেন বাঁ হাতে।

গান্ধীর 'হিন্দ স্বরাজ' Text হিসাবে, সুতরাং, নিবিড় এবং মনোযোগী পাঠের দাবী রাখে পাঠকের কাছে। বইটি প্রশ্নোত্তরের আকারে লিখিত, একজন কৌতূহলী পাঠক ও একজন সুচিন্তিত সম্পাদকের এই কথোপকথনের দুই মুখ্য চরিত্র, এক্ষেত্রে গ্রীক দার্শনিক Plato (খ্রি:পূ: 427-348)-এর রাজনৈতিক গ্রন্থ 'The Republic'-এর সঙ্গে হিন্দ স্বরাজের সাদৃশ্য আছে। উভয় গ্রন্থেই হল আলোচ্য বিষয়বস্তুতে অনুধাবনের ও প্রাঞ্জলতার জন্য দ্বান্দ্বিক তথা সক্রেটিক পদ্ধতিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থের পরিপ্রেক্ষিত: Text এবং Context :-

গান্ধীর হিন্দ স্বরাজের এই বইটির পাঠ-প্রক্রিয়া আরও সহজ ও অর্থপূর্ণ হতে পারে যদি পাঠক এই বিশেষ রাজনৈতিক বইটিতে তার সামাজিক-ঐতিহাসিক এবং বৌদ্ধিক পরিপ্রেক্ষিতের আলোকে (Context) পাঠক পাঠ করতে পারেন, কারণ Context-এর মধ্যেই Text-এর ভিত্তি থাকে। Context বলতে যে বাস্তব সামাজিক-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমস্যা অথবা সংকটের প্রেক্ষাপট বোঝায়, যেই সময় (Time) ও সামাজিক পরিমণ্ডল (Space) যার মধ্যে/প্রেক্ষিতে সংবেদনশীল লেখক চিন্তাশীল হন, এমন ব্যক্তি-চিন্তক, দার্শনিক বা তাত্ত্বিক এই বইটির গুরুত্বপূর্ণ Text রচনায় প্রবৃত্ত হন, সেজন্য গান্ধীর ব্যক্তি ও চিন্তাধারার গভীর বাস্তবতা থেকে (সৃষ্টি) সার্বিক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, তাই সেই Text-এর যথার্থ পাঠ Context-কে বাদ দিয়ে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। Anthony J. Parel তাই বলেছেন: 'Such a reading can be made easier if the reader keeps in view the historical and intellectual contexts within which the book is written.'।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত-

গান্ধীর এই গুরুত্বপূর্ণ রচনাটিতে বাহ্যিক এবং গভীর ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত আছে। প্রকৃতপক্ষে, হিন্দ স্বরাজের পাঠের একাধিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত (Contexts) আছে। এগুলির পরস্পর আলোচনা করলে এই বইটির পাঠ আরও অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। একদিকে Text হিসাবে হিন্দ স্বরাজ 'অর্থিত' (Signified) হয়ে উঠতে পারে, আর Contexts-গুলি ঐতিহাসিক 'অর্থক'-এর (Signifiers) ভূমিকা পালন করে। -

ক্রমশ

প্রথম পরিপ্রেক্ষিত: আধুনিক সভ্যতা

আধুনিক সভ্যতা ও তার পর্যালোচনা গান্ধীর হিন্দ স্বরাজের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে ধরলে, প্রথমেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয় উপযোগিতাবাদী 'ভাইসরয়ের কাউন্সিলের'-এর সদস্য James F. Stephen (1829-94)-এর গ্রন্থ 'Foundations of Government of India' (1883)। এই গ্রন্থটি হিন্দ স্বরাজের প্রকাশের প্রায় পঁচিশ বছর আগে প্রকাশিত, এই গ্রন্থে প্রথম আধুনিক সভ্যতার পক্ষে সাম্রাজ্যবাদের (ব্রিটিশ) সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। Stephen-এর মতে, যে-কোনো রাষ্ট্রনীতিকে যুক্তি হয়, এর অর্থ, শক্তির জন্য। ঔপনিবেশিক ভারতেও ব্রিটিশ শাসকের ভিত্তি হল শক্তি। 'সভ্যতা' বলে মনে, ব্রিটিশ শাসকেরা ইংল্যান্ড থেকে এসে শাসনকার্য পরিচালনা করেন, ভারতে যেভাবে চলে না — ইংল্যান্ডে এই সরকারের রূপ 'প্রতিনিধিত্বমূলক', কিন্তু ভারতে 'চরম', সতীদাহ প্রথা, বলি প্রথা, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্তির পথে ভারতকে উদ্ধার করা সম্ভবপর একমাত্র চরমপন্থী শাসকের মাধ্যমে, উদারনৈতিক শাসকের অধীনতার প্রতিষ্ঠিত ভারতে আত্মনিয়ন্ত্রণের বা স্ব-শাসনের কোনো প্রয়োজন হয় না, এবং, এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতে শাসকের একমাত্র লক্ষ্য হয়: 'the essential parts of European civilisation'-কে এখানে প্রবর্তন করা, অর্থাৎ, ভারতের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জরুরী হয় ইউরোপীয় সভ্যতার আধুনিক অর্থনীতি, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ব্যক্তি ও নিরাপত্তার ধারণা, সর্বোপরি ইউরোপীয় সভ্যতার নৈতিকতার ধারণা ও আদর্শ, অর্থাৎ, Stephen, 'The English in India are the representatives of peace compelled by force.'।

DUMKAL COLLEGE MURSHIDABAD (stamp)

Stephen-এর মতামতের আলোচনায় গান্ধীর সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা আসে জীবন্ত। হিন্দ স্বরাজ গ্রন্থে গান্ধী এই ধরনের ইউরোপীয় আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার ভেতর সমালোচনা করেছেন আত্মপ্রত্যয় জেগেছিল, ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তাব, এবং বিকল্প অবস্থান, এই Context থেকে গান্ধী হিন্দ স্বরাজের বক্তব্য স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে,

খ. Stephen-এর মতো সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার সমর্থকেরা পৃথিবীতে ও তার সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত করে দেখেছেন: সভ্যতাগত অগ্রগতি ও অসভ্যতা বিষয়ে, তাঁরা মনে করেছেন, অনুন্নত বিশ্বের জন্য ইউরোপীয় সভ্যতা, তার সকল নিয়মের 'উদারনীতিবাদ' ও তার প্রতিষ্ঠানগুলির সমাহার, এই তাঁদের চিন্তাতে, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের ভিত্তি, একদা John Stuart Mill-এর মতো চিন্তকরাও 'civilized'/'un-civilized' -এর এই বিভাজনকে স্বীকৃতি প্রদান দিয়েছেন।

গ. এই প্রেক্ষাপটে চিন্তাজগতে তীব্র আঘাত হেনেছেন গান্ধী হিন্দ স্বরাজে, ইউরোপীয় আধুনিক সভ্যতা নিয়ে, গান্ধীর মতে, এই ধরনের সভ্যতা 'আত্মঘাতী' এবং উভয় 'ব্যক্তিগত' ও 'নিজস্ব বিশ্বাসের মূল্য' হারিয়েছে, অন্যদিকে, ভারতীয় সভ্যতার তুলনায় ইউরোপীয় সভ্যতা দিয়ে কিছু-কিছু সামগ্রিক দিকে, একটা মানুষের অধঃপতন, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা অনেক প্রাচীন, অনেক উন্নত: 'that mode of conduct which points out to man the path of duty', অথচ, এর বিপরীত হল ইউরোপীয় সভ্যতা, হিন্দ স্বরাজে গান্ধী একে বলেছেন, 'শয়তানের সভ্যতা', বা 'কলিযুগ', যেখানে 'বাহ্যিক সুখকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে করা হয়।'

DUMKAL COLLEGE * MURSHIDABAD * ESTD 1999

DUMKAL COLLEGE, MURSHIDABAD, ESTD. 1969

দ্বিতীয় পরিপ্রেক্ষিত: দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা

গান্ধী ভাবনায়

রাজনীতিতে গান্ধী অংশগ্রহণ করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পর, 1915 সালে, যে-সময় তিনি আহমেদাবাদে 'সবরমতী আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তখন, একথা বলা ভুল হবে না যে, তিনি ভারতের রাজনীতিতে নবাগত অভিজ্ঞতা দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতেই অর্জন করেছিলেন, আসলে, দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা একটি উল্লেখযোগ্য Context, এই অভিজ্ঞতায় তিনি গঠন করেছিলেন Natal Indian Congress ও Transvaal British Indian Association-এর মতো সংগঠন, ভারতীয় শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও অভিবাসীদের সমস্যার সমাধান, এবং অহিংসা ও সাপ্তাহিক পত্রিকা 'Indian Opinion'-এর সম্পাদনা করেছিলেন, এই সময়ের context থেকে কিছু দিক তুলে ধরা যায়:-

১) গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতাই হল ঔপনিবেশিক শোষণের মূল কারণ; 1908 সালে 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থে তিনি বলেছিলেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতা দু'টি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত: 'Might is right' ও 'The survival of the fittest', অন্য দিকে ভারতীয় সভ্যতা, স্বভাবতঃ 'centripetal', 'adaptive' ও 'contemplative'।

২) দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী আপামর জনগণের কাছে তিনি পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, যা তাঁর নিজেকে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করেছিল, তিনি সেখানে একজন 'Critical outsider'-এর ভূমিকা পালন করেছিলেন।

৩) ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তিনি লন্ডনে ডেপুটেশন ও 'Lobbying'-এর কিছুটা যে সুযোগ পেয়েছিলেন, তা তাঁকে ব্রিটিশদের প্রকৃতি ও দুর্বলতার সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছিল।

তৃতীয় পরিপ্রেক্ষিতে: ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন

জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন পরিস্থিতিতে রচনাটির দ্বিতীয় 'স্বরাজ'-এর বিবরণ। হিন্দ স্বরাজে গান্ধী এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন, হিন্দ স্বরাজের শুরু 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'-এর আলোচনার মাধ্যমে। এই কংগ্রেস চরমপন্থী ও নরমপন্থী - এই দুই ধারায় বিভাজিত হয় পরে, 1907 সালে, নরমপন্থীরা, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা ছিলেন অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম, স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন, দাদাভাই নওরোজী, গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও বদরুদ্দিন তায়েবজী, সাম্রাজ্যের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী ছিলেন, এই দিকে 'আবেদননিবেদন পন্থা' স্বাধীনতা আন্দোলনের সহায়ক হয় না, স্বরাজের ভিত্তি দুর্বল হয়।

চরমপন্থী নেতৃত্ব আবেদননিবেদন পন্থা ত্যাগ করে অন্য চরমপন্থী পথে স্বরাজের পক্ষপাতী ছিলেন, গান্ধীর মতে [illegible] উনিশের শতক হিন্দ স্বরাজে যাঁদের উল্লেখ আছে, গান্ধী তাদের [illegible] বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ উপন্যাস' বা দুর্গাপতি বিবেকানন্দের ধারণা, বিশেষত শ্রীঅরবিন্দের (ঘোষ) 'শক্তি'-আরাধনা ভারতীয় আন্দোলনে, এগুলোর বিরূপ সমালোচনা।

আন্তর্জাতিক জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গান্ধী ম্যাৎসিনির আদর্শের উপর বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন, ইতালি আয়ারল্যান্ড থেকে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছিলেন, এই সময়ের সমকালীন আন্দোলনের তাৎপর্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে যে বিষয়ে প্রতিবাদ তিনি করেছিলেন তা ছিল তৎকালীন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে, গান্ধীর মতে, হিংসা, সন্ত্রাসবাদ বা অন্যান্য রাজনৈতিক পদ্ধতি ভারতবাসীর পরিচয় হবে, অর্থাৎ ভারতীয় জাতির 'স্বরাজ' তৈরি সম্ভব নয়, জোর বা হিংসার দ্বারা, এই পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দ স্বরাজ' Text হিসাবে 'রাজনৈতিক' (Political) হয়ে উঠতে পেরেছিল, কেননা হিন্দ স্বরাজে 'স্বরাজ'-এর বিপরীতে গান্ধী 'প্রজা' (Nation)-এর ধারণা তুলে ধরেছিলেন, এই প্রস্তুতি এর জন্য ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কথা আসে।

গান্ধী কি নৈরাজ্যবাদী ছিলেন?

(Anarchism)

'নৈরাজ্যবাদ', একটি রাজনৈতিক মতবাদ যার উদ্ভব ঘটেছে বিংশশতাব্দীর ইউরোপে, এই মতবাদের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হল 'মার্কসবাদ'। কমিউনিস্টদের আলোচনায় মার্কস-এঙ্গেলস উল্লেখ করেছিলেন যে, সাম্যবাদী সমাজে 'রাষ্ট্র' বিলুপ্ত হয়ে যাবে: 'State will wither away'। নৈরাজ্যবাদীরা মনে করেন 'রাষ্ট্র' একটি অপ্রয়োজনীয় ও মন্দ প্রতিষ্ঠান, যা অকল্যাণকর শক্তি। নৈরাজ্যবাদের অন্যতম প্রবক্তা প্রিন্স ক্রোপটকিন বলেছেন যে, মানুষের সমাজে সরকারের, আইনের, বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন থাকবে না, এখানে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সমাজে সক্রিয় থাকবে, আত্মনিয়ন্ত্রণ ঘটাবে, ব্যক্তি হবে স্বাধীন নাগরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে উন্নয়নের পথে মুক্ত, এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ উপাদান। গান্ধী এই মত ও পথকে সমর্থন করে গেছেন, গান্ধীর অন্যতম প্রিয় লেখক ও চিন্তাবিদ টলস্টয়ও মনে করেছেন যে, রাষ্ট্র ও আইন সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, তাই গান্ধীর উপর তাঁর চিন্তা ও ভাবনার মধ্যে নৈরাজ্যবাদী দর্শনের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

গান্ধী 'রাষ্ট্রকে' অবাঞ্ছিত একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখেছিলেন, কারণ রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ ও হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাছাড়া, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, আইন ব্যক্তির আত্মবিকাশ ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। গান্ধী অহিংসভিত্তিক রাষ্ট্রের কথা চিন্তা করেন, তাই রাষ্ট্রহীন সমাজই কাম্য। গান্ধী যে স্বরাজের পরিকল্পনা করেছিলেন সেই স্বরাজ শুধু ভারতের স্বাধীনতা লাভের মধ্যে সীমিত থাকবে, এমনটা নয়, বরং স্বাধীনতা অর্জনের পর সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, গ্রাম ও লোকালয়ের অন্তরে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে স্বরাজের প্রকৃত অর্থ। এই স্বরাজ শুধু ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে যাবে না, এটা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ছিন্ন করে স্বরাজ বিকশিত করা বা শক্তিশালী করা।

গান্ধী, যেই যে স্বরাজ-সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন সেখানে হিংসার কোন স্থান নেই, রাষ্ট্র থাকবে না, আবার বলপ্রয়োগও থাকবে না, গান্ধীর আদর্শ এই সমাজ হল 'সুশৃঙ্খল নৈরাজ্য' (Ordered Anarchy) বা, 'আলোকপ্রাপ্ত নৈরাজ্য' (Enlightened Anarchy), গান্ধী এই সমাজ-রাজনীতিকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'রামরাজ্য', এখানে ব্যক্তি 'পূর্ণ স্বরাজ' ভোগ করবে- সে স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বিকেন্দ্রিত হয়ে উঠবে, এখানে নৈতিক শুচিতা ও চরিত্র আত্মিক মানুষ উন্নততর হয়ে উঠবে।

রাষ্ট্র হল কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার আধার, গান্ধী বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্রের মধ্যে কেন্দ্রীভূত এই যে ক্ষমতা রাষ্ট্রকে স্বৈরাচারী করে তোলে ও মানুষকে শোষণ করে, কিন্তু তাঁর আদর্শ সমাজে ক্ষমতার সুষ্ঠু ও বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে, গ্রাম ও শহরের স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত হবে, গ্রাম ও শহরে সমৃদ্ধি আসবে, শিল্প ও উৎপাদনের মধ্য দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, রাষ্ট্রের ভূমিকাই, স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা, আত্ম নৈতিক শাসন, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এই সমাজের বৈশিষ্ট্য, সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে, ব্যক্তি এখানে উপাদান ও মাধ্যম, ব্যক্তিই সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান, এই সমাজে 'সর্বোদয়' প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই কারণে গান্ধী-দর্শনে নৈরাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি হল:

DUMKAL COLLEGE
DUMKAL * MURSHIDABAD
ESTD 1999

Date / /
Page 2

Gandhi ... is a philosophical anarchist who, ideally speaking, repudiates the state as such, whatever its form. This repudiation has an ethical, historical as well as an economic basis. The compulsive nature of the State authority damages the moral value of the individual's action, for an action is moral only when it is voluntary.'

রাষ্ট্রের অপ্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে ও ব্যক্তিকে স্বাধীনতার মূল্য প্রদানে নৈরাজ্যবাদ বিবেচনা করার ক্ষেত্রে গান্ধীর সঙ্গে নৈরাজ্যবাদী তাত্ত্বিকদের অনেকের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু, উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। যেমন (A) নৈরাজ্যবাদীরা ছিলেন রাষ্ট্রের ও সরকারের প্রবল বিরোধী, আর গান্ধী ব্যক্তির কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের বিলোপ চেয়েছেন, কিন্তু গান্ধী মনে করেছেন যে, ন্যূনতম প্রয়োজন আছে. ন্যূনতম রাষ্ট্রের কার্যকারিতাকে অস্বীকার করা অনুচিত, (B) নৈরাজ্যবাদীরা ছিলেন এ ধরনের রাজনীতির বিরোধী; তাদের নির্দিষ্ট এক কথায়: 'অ-রাজনৈতিক' (Apolitical)। কিন্তু, গান্ধী রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দান করেছেন, তাঁর আত্মজীবনী-উপনিবেশবাদ বিরোধী স্বাধীনতার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে করা রাজনীতি ছাড়া অসম্পূর্ণ ছিল, তবে তিনি সর্বোদয়ী, নৈরাজ্যবাদী বা ক্ষমতানীতিবাদীদের মতো রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করার পক্ষপাতে, তার জীবনেও তার নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে ও ব্যক্তির আধিপত্য বিস্তার করতে অনৈতিক, মূল্য দান করেছেন, তাঁর রাজনীতি ছিল নৈতিকতার মধ্যে শুদ্ধ তার ভিত্তি ছিল সত্যাগ্রহ, অহিংসা, সর্বোদয়।

এই কারণেই গান্ধীকে সম্পূর্ণভাবে নৈরাজ্যবাদী বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না, বরং বলা যায় যে, গান্ধীর রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের মধ্যে নৈরাজ্যবাদী ভাবনার কিছু উপাদান ছিল, বস্তুত তিনি এই বিষয়ে অন্যতম ছিলেন না বরং নৈরাজ্যবাদী ও মার্কসবাদীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিলেন, তাই তাঁর বিষয়ে ডোনাল্ড স্মিথ-এর মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে,

'Gandhi's conception of the State is neither completely like that of the Anarchists nor of the Communists.', আর, গান্ধীর বিষয় ভাবনার প্রকৃতি দার্শনিক নৈরাজ্যবাদী দর্শনের মধ্যেই তাকে স্বাতন্ত্র্য।

চিকিৎসক হাসপাতাল সম্বন্ধে গান্ধীজির অভিমত লেখো।

DUMKAL COLLEGE * DUMKAL • MURSHIDABAD * ESTD 1999

উ :- ভূমিকা :-

গান্ধীজি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন চিকিৎসক, হাসপাতাল সম্বন্ধে তা তিনি অন্যের কাছ থেকে গ্রহন করেছেন। এগুলি তাঁর মৌলিক চিন্তা নয়। পাশ্চাত্য লেখকরা আইনজীবী ও ডাক্তারদের সম্পর্কে কঠিন শব্দ প্রয়োগ করেছেন, একজন লেখক আধুনিক ব্যবস্থাকে 'বিষবৃক্ষ' নাম দিয়েছেন। এর মূলে ওপর সরাসরি বর্মের কুঠারাঘাত করেছেন। অনৈতিকতাই হল এই গাছের মূলে। গান্ধীজির ডাক্তার হবার বাসনা থাকা সত্ত্বেও তিনি হননি। কেননা আমাদের দেশে বৈদ্য কবিরাজের দেহে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়নি।

ডাক্তারেরা ~~আম~~ মানুষের মস্তিষ্ককে গ্রাস করে ফেলেছেন। ~~এর~~ যদি ~~আমরা~~ একটু ভেবে বলা যায় তবে ডাক্তারদের কাজ হল শরীরের যত্ন নেওয়া অথবা সঠিকভাবে বললেও তা ও নয়। প্রকৃত পক্ষে তাঁদের কাজ হল দেহকে ব্যাধির আক্রমন থেকে মুক্ত রাখা। এই ব্যাধি হয় আমাদের অজ্ঞতা ও প্রশ্রয় থেকে। অতিরিক্ত খেলে বদহজম হয় ~~এর~~ ডাক্তারের কাছে আমরা যাই। তিনি ওষুধ দেন। সেরে উঠি। ~~আবার~~ আবার অতিরিক্ত খাই আবার ওষুধ খাই। গান্ধীজি বলেছেন এক্ষেত্রে যদি প্রথম বার আমরা ওষুধ না খেতাম তবে আমরা প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করতাম দ্বিতীয়বার আর অতিরিক্ত খাওয়ার দরকার হতনা। সুতরাং এর প্রধান কারন হল প্রশ্রয়, নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলা। এই নিয়ন্ত্রনহীনতার কারনে আমরা পাপে জড়িয়ে পড়ি। ব্যাধি তে আক্রান্ত হলে ডাক্তার আবার যদি সারিয়ে দেন তবে আবার নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলি। গান্ধীজি এভাবেই বিশ্লেষন মূলক ধারনা ব্যক্ত করেছেন।

চিকিৎসক হাসপাতাল সম্পর্কে গান্ধীজির নৈতিকতামূলক ধারনা :-

হাসপাতাল গুলি পাপ বিস্তারের কেন্দ্র। মানুষ শরীরের প্রতি কম যত্ন নেয় এবং অনৈতিকতা বৃদ্ধি পায়। ইউরোপীয় ডাক্তাররা সব চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট। তাঁরা মানুষের শরীরের ভুল যত্ন নেওয়ার উদ্দেশ্যে শত শত জীবকে হত্যা করেন। তাঁরা ব্যবচ্ছেদ অনুসরণ করেন। কোনো ধর্মই এই কাজ সমর্থন করেনা। সবাই বলে থাকে যে শরীরের জন্য এতগুলি প্রাণীর জীবন নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

এই ডাক্তারেরা আমাদের ধর্ম প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করেন। তাঁদের অধিকাংশ ওষুধেই হয় পশুর চর্বি থাকে, আর নয়তো সুরা থাকে। আমরা আর হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাছেই এ দুটি আপত্তিকর। আমরা নিজেদের সভ্য বলে দাবি করতে পারি, ধর্মীয় অনুশাসনকে কুসংস্কার বলতে পারি ও যা আমরা পছন্দ করি তাতে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রবৃত্ত হই তার মানে ডাক্তারেরা আমাদের আত্মসংযমকে প্রশ্রয় দিতে উৎসাহিত করেন ও তাঁর ফলে আমরা আত্ম নিয়ন্ত্রণ শক্তি চ্যুত হইও ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র হয়ে পড়ি। এই অবস্থায় আমরা দেশসেবার অযোগ্য। ইউরোপীয় চিকিৎসা বিদ্যা চর্চা করা হল আমাদের দাসত্বকে দৃঢ় করা।

DUMKAL COLLEGE
DUMKAL * MURSHIDABAD
ESTD 1999

আমরা কেন ডাক্তারী পেশাকে গ্রহণ করব তা চিন্তা করা উচিত। মানব জাতির সেবা করার জন্য নিশ্চয় নয়। যাতে আমরা সম্মান ও অর্থ লাভ করি সে জন্যেই আমরা ডাক্তার হই। গান্ধীজি এটি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, এই পেশায় মানব জাতির সেবা নিহিত নেই বরং এটি মানব জাতির পক্ষে ক্ষতিকারক। তারা জানে প্রাথমিক ঔষধ আর অস্বাভাবিক ফি আদায় করেন। তাদের যে ওষুধের মূল্য সামান্যই তার জন্য অনেক দাবী করেন। জনসাধারণ তাঁদের অজ্ঞতাবশত ও ব্যাধি মুক্তির আশায় নিজেদের প্রতারিত হতে দেন। ডাক্তারেরা শুধু মানবতার অভিনয় করে।